ব্লাস্ট রোগ পরিচিতি

ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজনিত রোগ। বাংলাদেশে এটি ধানের অন্যতম প্রধান রোগ। এ রোগটি চারা অবস্থা থেকে ধান পাকা পর্যন্ত যে কোনো পর্যায়ে এ রোগ দেখা যায়। দেশের প্রায় সব স্থানেই এ রোগ ধানের ক্ষতি করে থাকে। অনুকূল অবস্থায় রোগটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। রোগপ্রবণ জাতে রোগ সংক্রমণ হলে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষতি হয়ে থাকে।

রোগের বাহক ও রোগের প্রাথমিক উৎস

ব্লাস্ট রোগ বীজের মাধ্যমে এক মৌসুম হতে অন্য মৌসুমে ছড়ায়। এছাড়াও রোগক্রান্ত গাছের জীবাণু, বাতাস ও পোকার মাধ্যমে এক জমি থেকে অন্য জমিতে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগ চেনার উপায়

পাতা ব্লাস্ট

আক্রান্ত পাতায় প্রথমে হালকা ধূসর বা নীলচে রঙয়ের ভিজা ভিজা দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে মাঝখানটা ধূসর বা সাদা ও কিনারা বাদামী রঙ ধারণ করে। দাগগুলো একটু লম্বাটে হয় এবং দেখতে অনেকটা চোখের মত। অনুকূল আবহাওয়ায় রোগটি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং একাধিক দাগ মিশে গিয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত পুরো পাতা, এমনকি পুরো গাছটিই মারা যেতে পারে।

গিট ব্লাস্ট

গিট আক্রান্ত হলে আক্রান্ত স্থান কালো ও দুর্বল হয়। জোরে বাতাসের ফলে আক্রান্ত স্থান ভেঙে পড়ে কিন্তু একদম আলাদা হয় না, ফলে আক্রান্ত গিটের উপরের অংশ মারা যায়।

শীষ ব্লাস্ট

শীষের গোড়া আক্রান্ত হলে সেখানে বাদামী দাগ পড়ে। শীষের গোড়া বা যেকোনো শাখা বা ধান আক্রান্ত হতে পারে। শীষের গোড়ায় আক্রমণ হলে সে অংশ পঁচে যায় এবং শীষ ভেঙে পড়ে। ধান পুষ্ট হওয়ার পূর্বে রোগের আক্রমণের ফলে শীষের সব ধান চিটা হয়ে যায়।

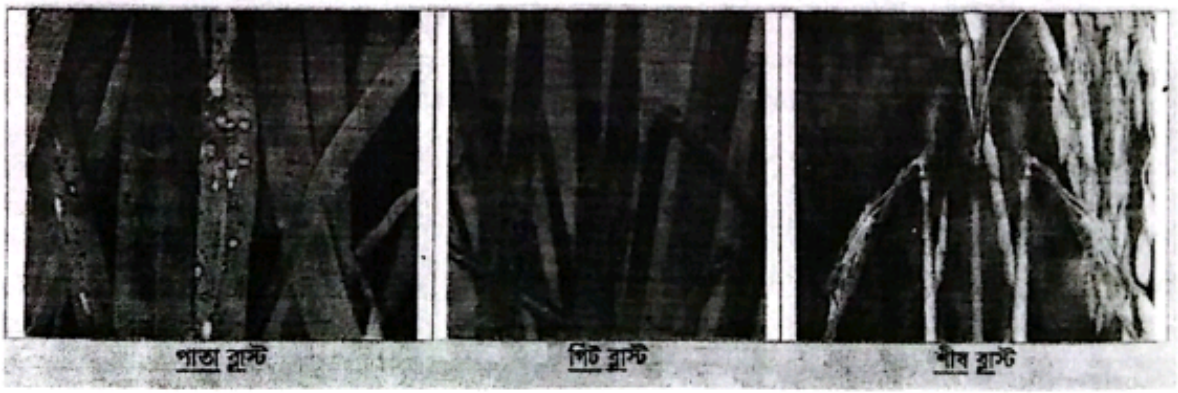

পাতা ব্লাস্ট গিট ব্লাস্ট শীষ ব্লাস্ট

রোগের অনুকূল পরিবেশ

- দিনে গরম ও রাতে ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করলে। (আবহাওয়ার পুর্বাভাস অনুযায়ী চলতি সপ্তাহে দিনের তাপমাত্রা ৩৩ ±২.৫)°C এবং রংপুর ,ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগে রাতের তাপমাত্রা (১৬.৫±১.৫) °C এবং দেশের অন্যত্র রাতের তাপমাত্রা (২১±৩) °C হতে পারে)
- অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে
- উচ্চ আর্দ্রতা (৯০% বা তার বেশি)
- হালকা বৃষ্টি বা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি এবং মেঘলা আকাশ
- জমিতে বা জমির আশেপাশে অন্যান্য পোষক গাছ বা আগাছা থাকলে
- রোগাক্রান্ত বীজ ব্যবহার ও রোগপ্রবণ ধানের জাত চাষ করলে
- রাতে ১০ ঘন্টা বা তার বেশি সময় ধরে শিশির জমা এবং সকালে কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া

রোগ হওয়ার পরে করণীয়

- পাতা ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে পানি ধরে রাখতে পারলে এ রোগের প্রার্দুভাব অনেকাংশে কমে যায়।
- রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে বিভিন্ন ধরণের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন-
    - পাইরাক্লোস্ট্রবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ সেলটিমা ১ লি/হেঃ
    - ট্রাইসাইক্লাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ ট্রুপার ৭৫ ডব্লিউপি, অবনী ৭৫ ডব্লিউপি, দিফা ৭৫ ডব্লিউপি ইত্যাদি ৪০০ গ্রাম/ হেঃ
    - ট্রাইসাইক্লাজল + প্রপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ ফিলিয়া ৫২.৫ এসই ১ লি/হেঃ
    - টেবুকোনাজল + ট্রাইফ্লক্সিস্ট্রবিন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ ডি জি, স্ট্রোমিন ৭৫ ডব্লিউ জি, অপোনেন্ট ৭৫ ডব্লিউ ডি জি, এক্টিভো ৭৫ ৭৫ ডব্লিউ জি ইত্যাদি ৩০০ গ্রাম/হেঃ)
    - এডিফেনস গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমনঃ এডিফেন ৫০ ইসি ইত্যাদি ৮৫০ মিলি/ হেঃ
    - এছাড়া অন্যান্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক শেষ বিকেলে প্যাকেট বা বোতলের গায়ে লেবেলে অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

প্রচারেঃ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন

জরুরি ফোন নম্বরঃ ১৬১২৩ (কৃষি কল সেন্টার) ওয়েবসাইটঃ www.dae.gov.bd

ধানের ব্লাস্ট রোগ ও তার প্রতিকার

ধানের ব্লাস্ট একটি ছত্রাকজনিত মারাত্মক ক্ষতিকারক রোগ। বোরো ও আমন মৌসুমে সাধারণত ব্লাস্ট রোগ হয়ে থাকে। অনুকূল আবহাওয়ায় এ রোগের আক্রমণে ফলন শতভাগ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। চারা অবস্থা থেকে শুরু করে ধান পাকার আগ পর্যন্ত যে কোন সময় রোগটি দেখা দিতে পারে। এটি ধানের পাতা, গিট এবং নেক বা শীষে আক্রমণ করে থাকে। সে অনুযায়ী রোগটি পাতা ব্লাস্ট, গিট ব্লাস্ট ও নেক ব্লাস্ট নামে পরিচিত।

রোগের অনুকূল অবস্থা

দিনের বেলায় গরম (২৫°-২৮° সেন্টিগ্রেড) ও রাতে ঠান্ডা (২০°-২২° সেন্টিগ্রেড), শিশিরে ভেজা দীর্ঘ সকাল, অধিক আর্দ্রতা। (৮৫% বা তার অধিক), মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ঝড়ো আবহাওয়া এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এ রোগের আক্রমণের জন্য খুবই অনুকূল।

রোগের বিস্তার যেভাবে ঘটে

ব্লাস্ট রোগের জীবাণু প্রধানত বাতাসের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত ছড়ায়। আর যেখানেই অনুকূল পরিবেশ পায় সেখানেই জীবাণু গাছের উপর পড়ে রোগ সৃষ্টি করে। বীজের মাধ্যমে ধানের চারায় রোগটি ছড়াতে পারে, তবে তা পরিমাণে খুবই কম।

রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়

প্রাথমিক অবস্থায় নেক ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ সহজে সনাক্ত করা যায় না। সাধারণভাবে যখন জমিতে নেক ব্লাস্ট রোগের উপস্থিতি সনাক্ত করা হয়, তখন জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে যায়। সে সময় অনুমোদিত মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করলেও কার্যকরভাবে রোগ দমন করা সম্ভব হয় না। সেজন্য কৃষক ভাইদের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

রোগ আক্রমণের পূর্বে করণীয়

জমিতে জৈব সার প্রকাভেদে বিঘা প্রতি ৫০০-৮০০ কেজি এবং রাসায়নিক সার সুষম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। পটাশ সার সমান দুই ভাগে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম ভাগ জমি তৈরির সময় এবং ২য় ভাগ শেষ কিস্তি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময়। সুস্থ এবং রোগমুক্ত ধানের জমি থেকে সংগৃহীত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

যেসব জমির ধান নেক ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি সেখানখার ধানের জমিতে রোগ হোক বা না হোক, শীষ বের হওয়ার আগ মূহুর্তে প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ৬ গ্রাম ব্লাস্টিন ৭৫ ডব্লিউডিজি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা ট্রাইফ্লক্সিট্রবিন+টেবুকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় মিশিয়ে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ আক্রমনের পরে করণীয়

ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে ১-২ ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে পারলে এ রোগের ব্যাপকতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

পাতা ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে ৬ গ্রাম ব্লাস্টিন ৭৫ ডব্লিউডিজি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা ট্রাইফ্লক্সিট্রবিন+টেবুকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় মিশিয়ে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার প্রয়োগ করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ছত্রাকনাশক ব্যবহারের সময় হাতে রাবার অথবা প্লাস্টিকের গ্লাভ্স এবং মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন যাতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি শরীরের সংস্পর্শে না আসে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে।

প্রচারে: **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, শাহ্‌রাস্তি, চাঁদপুর।**